ভারত বনাম পাকিস্তান

রাজ লড়াই

শুরু হচ্ছে ঐতিহাসিক পাক-ভারত সিরিজ। দল দুটির দুর্বলতা ও শক্তিমত্তার জায়গাগুলো নিয়ে লিখেছেন **হাসান জামান খান**

মাত্র সপ্তাহখানেক পর শুরু হচ্ছে ঐতিহাসিক পাক-ভারত সিরিজ। গত কয়েক বছরে ভারতের পারফর্মেন্সের ক্রমোন্নতি এবং পাকিস্তানের নিজেকে হারিয়ে খোঁজা চলছেই। ভারতের মোকাবেলায় অবশ্য দলটাই বদলে যায়। তাই ক্রিকেট পাগলরা নড়েচড়ে বসুন। কোনো দলই যে কাউকে বিন্দুমাত্র ছেড়ে কথা বলবে, এ আশা মরীচিকা। পাকিস্তানের কাছে এ সিরিজ প্রতিশোধের আর ভারত তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে বদ্ধপরিকর।

এ পর্যন্ত ১৩টি পাক-ভারত টেস্ট সিরিজ হয়েছে, যার ৩টি ভারত এবং ৪টিতে পাকিস্তান জিতেছে। বাকিগুলোর ফলাফল ড্র। তবে অন্য দেশের ফলাফলে কিন্তু এগিয়ে পাকিস্তান। তারা ভারতে ২টি সিরিজ জিতেছে যেখানে ভারত মাত্র ১টি। মোট ৫০টি মোকাবেলায় পাকিস্তান ১০টি, ভারত ৭টি জিতেছে। ৩৩টি ড্র। ওয়ানডেতেও পাকিস্তান এগিয়ে। তারা মোট ৯৫টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছে। পাকিস্তান ৫৮টি ও ভারত ৩৩টি ম্যাচ জিতেছে। ৪টির কোনো ফলাফল নেই।

স ফ র সূ চি

টেস্ট সিরিজ

	তারিখ	ভেন্যু
১ম	৮-১২ মার্চ	মোহালি
২য়	১৬-২০ মার্চ	কলকাতা
৩য়	২৪-২৮ মার্চ	ব্যাঙ্গালোর

ওয়ানডে সিরিজ

১ম	২ এপ্রিল	কোচি
২য়	৫ এপ্রিল	বিশাখাপত্তম
৩য়	৯ এপ্রিল	জামশেদপুর
৪র্থ	১২ এপ্রিল	আহমেদাবাদ
৫ম	১৫ এপ্রিল	কানপুর
৬ষ্ঠ	১৭ এপ্রিল	দিল্লি

ভারত : ব্যাটিং

ভারতের ব্যাটিং মান বরাবরই খুব উঁচু। শচীন, শেবাগ, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণ, সৌরভরা যেকোনো বোলিং দলের জন্যই ভয়ের কারণ।

শচীনকে তুলনা করা হয় স্যার ব্রাডম্যানের সঙ্গে। তার বিস্ফোরক ব্যাটিং এবং অসাধারণ ধারাবাহিকতা তাকে এই মুহূর্তে বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যানের মর্যাদা দিয়েছে। যেকোনো বোলিং অ্যাটাক এতো সহজে দুমড়ে-মুচড়ে দেন যেন বোলাররা বল ফেলতে জায়গা না পায়। বিশ্বাস হয় না? তাহলে জিজ্ঞাসা করুন শেন ওয়ার্নকে। তিনি এখনো দুঃস্বপ্ন দেখেন শচীন ডাউন দ্য উইকেটে মাথার ওপর দিয়ে ছক্কা মারছেন। তবে সময়ের সঙ্গে ব্যাটিং স্টাইল অনেক বদলে ফেলেছেন। আগের বিস্ফোরক চরিত্র বদলে এখন অনেক দায়িত্বশীল। কারণ তিনি যে ভারতের ক্রিকেট 'ঈশ্বর'। টেস্টে তার গড় ঈর্ষণীয় ৫৭.৪৩ আর ওয়ানডেতে ৪৪.৮৪। এই টেস্ট সিরিজেই হয়তো সম্মানিত ১০ হাজার ক্লাবের সদস্য হবেন। যা থেকে মাত্র ১২১ রান দূরে তিনি।

'কপিবুক' শব্দটাকে রাহুল দ্রাবিড়ের মতো কেউ মাঠে অনুবাদ করতে পারেনি। ক্রিকেট বইয়ের সব শট খেলতে পারেন। আর পুরনো 'ক্লাসিক্যাল' ক্রিকেট ভঙ্গির সঙ্গে আধুনিক 'পেশাদারিত্ব' মিলিয়ে তিনি এখন ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। আর একপ্রান্ত আগলে রাখতে পারার ক্ষমতাটা তাকে 'দ্য ওয়াল' নাম দিয়েছে। ভারতের সেরা ওয়ানডাউন ব্যাটসম্যান এবং এ পর্যন্ত অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। তার ব্যাটিং গড় ৬০-এর কাছাকাছি।

যখন পুরো ফর্মে থাকেন, তখন লক্ষ্মণের দিকে ঈশ্বরও চেয়ে থাকেন। অনেক সময় স্ট্রোক খেলায় তিনি শচীনকেও ছাড়িয়ে যান।। তার অন সাইডের খেলা 'গুরু' আজহার উদ্দিনের মতো। আর অফসাইডে খেলেন দুর্দান্ত। তার বিরল দিক হলো একই বলকে দুপাশেই খেলতে পারেন। কব্জির মোচড় সত্যিই নয়ন মনোহর। তাকে বলা হয় অস্ট্রেলিয়ানদের সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যাটসম্যান। তাদের বিরুদ্ধে তিনি যেন অপ্রতিরোধ্য, ছাড়িয়ে যান নিজেকেও। মিডল অর্ডারে সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে।

গাঙ্গুলীকে বলা হয় অফসাইডের 'ঈশ্বর'। বাঙালি এই ছেলেটি নিজ যোগ্যতায় দলে সুযোগ করে নিতেই হিমশিম খাচ্ছিলেন। তিনিই এখন ভারতের সফলতম ক্যাপ্টেন। ভাবা যায়! তার নেতৃত্বেই দলটা যেন নিজেদের নতুন করে চিনেছে। তাদের পারফর্মেন্স ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। অবশ্য দলের জন্য নিজের কিছুটা ক্ষতি তার হয়েছে।

এখনো দলের অন্যতম ওয়ানডে পারফর্মার তিনিই। টেস্টে তার গড় ৪২.২৫ আর ওয়ানডেতে ৪১.৭৪।

এছাড়াও দলে আছেন বিস্ফোরক শেবাগ। তার দিনে যেকোনো বোলিং অ্যাটাক দুমড়ে দেন অবলীলায়। টেস্টে তার গড় ৫১.৩৭ আর ওয়ানডেতে ৩২.৪০। নবীন প্রতিভা হিসেবে দলে গৌতম গম্ভীর তার আক্রমণাত্মক খেলা দিয়ে দৃষ্টি কেড়েছেন। টেস্টে ওপেনার সংকটে ভোগা ভারত তার ওপর ভরসা পেয়েছে।

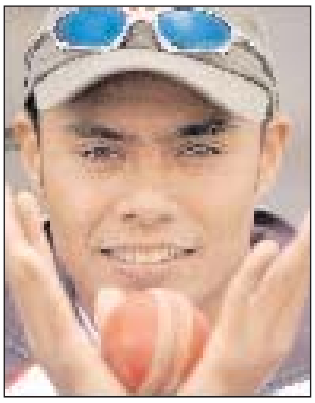

করেন। ওয়ানডেতে ২০-৩০ রান করে ফেলেন কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। দলের মিডল অর্ডারে মূল ভরসা তিনি। টেস্টে গড় ৪৭.৪৭ আর ওয়ানডেতে তা ৪১.৯৪।

এছাড়াও দলে আছেন ইয়াসির হামিদ, সালমান বাট, তৌফিক ওমররা। এই নবীন যোদ্ধাদের সফলতার ওপর পাকিস্তানের সিরিজ ভাগ্য অনেকটাই নির্ভরশীল। সবাই অনেক সম্ভাবনার ঝিলিক দেখিয়েই দলে এসেছিলেন। পারফর্মেন্স দেখাচ্ছেন, তবে নিয়মিত নয়। এ সমস্যা কাটাতে হবে সিরিজে। প্রত্যেকেরই ক্ষমতা আছে। এখন কতটুকু মাঠে অনুবাদ করতে পারেন তার ওপর পাকিস্তানের ভালো ফলাফল নির্ভর করছে। গত কিছুদিন ওপেনিং সংকটে থাকা পাকিস্তান দলে সালমান বাট অবশ্য অসাধারণ ব্যাট করছেন। দলে নবীনদের সমস্যা হলো উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসা। এটা ছাড়া সবাই বড় ইনিংস খেলার যোগ্যতা রাখেন। আর লোয়ার মিডলে আবদুল রাজ্জাক প্রতিশ্রুতিশীল, ওয়ানডেতে আফ্রিদি। রাজ্জাক দলের বিপদে অসাধারণ অনেক ইনিংস খেলেছেন। ওয়ানডেতে বিগ হিট করতে পারেন।

fviZ : e¨vUs-G ivûj `ªveo I †ewjs‡q Awbj K¤^‡j †bZ…Z¡ †`‡eb

cvwK¯—vb : e¨vUs-‡ewjs fimv BDmd B‡qvnvbv I `wbk Kv‡bwiqv

পাকিস্তান : ব্যাটিং

পাকিস্তানের ব্যাটিং খুব ভালো না। আবার নড়বড়েও বলা যাবে না। মূল ভরসা অবশ্যই অধিকায়ক ইনজামাম আর ইউসুফ ইয়োহানা। তবে অভিজ্ঞ ইউনুস খানের অন্তর্ভুক্তি দলকে অনেক ভারসাম্য এনে দিয়েছে। অন্যরা বয়সে নবীন কিন্তু অমিত সম্ভাবনাময়। আর আব্দুল রাজ্জাক ও আফ্রিদি ওয়ানডেতে খুবই কার্যকর।

অধিনায়ক নয়, ইনজামামের পরিচয় দলের মূল ব্যাটসম্যান। এই মুহূর্তে একমাত্র লারা ছাড়া আর কাউকেই এতোটা দায়িত্ব নিতে হয় না দলের ব্যাটিংয়ে। ইনজি শট খেলেন উইকেটের চারপাশে। ফিল্ডিংয়ের সময় তাকে দর্শক বলে ভুল হতে পারে। আর ব্যাট হাতে বদলে যান পুরোমাত্রায়। ভয়ঙ্কর লফটেড ড্রাইভ আর পুল এবং পায়ে আসা বল খেলেন খুব ভালো। মনে আছে, বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট জয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই হতে পারতো যদি তিনি অতিমানবীয় ইনিংসটা না খেলতেন। টেস্টে গড় ৪৮.৯৭, ওয়ানডেতে ৩৯.৬৬। টেস্টে তিনি গর্বিত সাত হাজার ক্লাবের সদস্য।

ইউসুফ ইয়োহানা খুব দ্রুত নিজেকে দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রমাণ করেছেন। অনেকটা অর্থোডক্স খেলোয়াড়। চমৎকার স্ট্রোক প্লেয়ার। ড্রাইভ খেলেন আর পায়ে আসা বলে অসাধারণ ফ্লিক

হেড টু হেড

টেস্ট

	টেস্ট	ভারত	পাকিঃ	ড্র
ভারতে	২৭	৫	৫	১৮
পাকিস্তানে	২৩	২	৬	১৫

ওয়ানডে

	ওয়ানডে	ভারত	পাকিঃ
ভারতে	১৫	৪	১১
পাকিস্তানে	২০	৬	১২
নিরপেক্ষ	৬০	২৩	৩৫

বোলিং : ভারত

নিজ দেশে স্পিনিং ট্র্যাকে হরভজন আর কুম্বলে ভয়ঙ্কর। পুরনো বলে সুইং সুলতান ওয়াসিম আকরামের শিষ্য ইরফান পাঠান তো মুখিয়ে আছেন পাকিস্তানের অস্ত্র তাদেরই ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। তবে দলের বোলিংয়ে মূল ভূমিকা রাখবেন হয়তো স্পিনাররাই।

কপিল দেবের পর ভারতের সবচেয়ে প্রতিভাবান সুইং এবং সিম বোলার ইরফান পাঠান। অভিষেকেই চমকে দেন সবাইকে। নিয়ন্ত্রিত লাইন-লেন্থ আর আগ্রাসী মনোভাব তাকে ভারতের সেরা বোলার হয়ে উঠতে সহায়তা করছে। আর মাত্র তো শুরু, এখনই বল রিভার্স সুইং করছে। বাঁহাতিদের আরাধ্য আউট সুইং তো আছেই। এর মাঝে ১০ টেস্টে ২৭.৬৬ গড়ে ৩৯ উইকেট এবং ওয়ানডেতে ২৬.৩৮ গড়ে ৪৭ উইকেট নিয়েছেন।

ঠিক ট্রাডিশনাল লেগ স্পিনার অনিল কুম্বলে নন। লেগীদের অস্ত্র ফ্লিপার আর গুগলি ব্যবহার করেন অনায়াসে। ইতিহাসের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ইনিংসে ১০ উইকেট নেয়ার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারেন। টেস্টে তার উইকেট সংখ্যা ৪৪৪।

ফিঙ্গার স্পিনার হিসেবে বিশ্বের অন্যতম সেরা অফ স্পিনার হরভজন। তিনি ভারতের নতুন যুগের ক্রিকেটার। অ্যাকশন নিয়ে সমস্যা ছিল, বোলিং স্টাইল বদলে আবার পুরনো রূপেই ফিরেছেন। সব সময় আক্রমণাত্মক বোলিং করেন। বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও লেন্থ অসাধারণ। স্পিন করতে পারেন, বলের বাউন্স বেশ আর স্টক ডেলিভারি দুসরা তাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। গত কয়েক বছরে ভারতের সাফল্যের অন্যতম রূপকার তিনি। টেস্টে ১৮৯ উইকেট এবং ওয়ানডেতে ১১৭ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

অনেক দিন পর ভারত পুরো শক্তির পেস অ্যাটাক নিয়ে এসেছে। দলের বোলাররা

সবাই ফিট। জহির খান তো আছেনই। গত পাকিস্তান সফরে নিয়মিত পারফর্মার বালাজি ফিরে এসেছেন। আশীষ নেহরাও ফিরে এসেছেন ইনজুরি থেকে।

পাকিস্তান : বোলিং

শোয়েবের অনুপস্থিতির ধাক্কায় পাকিস্তান খন্ডিত শক্তির বোলিং অ্যাটাক নিয়ে এসেছে। তবুও মোহাম্মদ সামি ঝড় তুলতে জানেন। দানিশ কানেরিয়া আছেন আর আরশাদ খানের অন্তর্ভুক্তি বোলিং শক্তি বাড়িয়েছে। ভারতের লো স্পিনিং ট্র্যাকে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। নবীন বোলাররা কেমন করেন তা দেখার বিষয়। আবদুল রাজ্জাক তাই অন্যতম ভরসা হিসেবে প্রতীয়মান হবেন। পাকিস্তানের বোলিং অ্যাটাক নিঃসন্দেহে তুলনামূলক দুর্বল।

মোহাম্মদ সামি নতুন জেনারেশনের ফাস্ট বোলার। তুলনামূলক ছোট রানআপ এবং হাই অ্যাকশনে ক্রমাগত ঘন্টায় ৯০ কিলোমিটার গতিবেগে বল করে যেতে পারেন। ট্রাডিশনাল আউট সুইং খুব দ্রুত শিখে নিয়েছেন। আর ভয়ঙ্কর হলো ইয়োর্কার লেন্থ রিভার্স সুইং। টেস্টে তার উইকেট সংখ্যা ১৮ ম্যাচে ৪৮টি আর ওয়ানডেতে ৯৮টি।

উচ্চতা বাড়তি সুবিধা দেয় কানেরিয়াকে। চমৎকার গুগলি দিতে পারেন। আর লোভনীয় ফ্লাইট দেন। লেগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষমতা রপ্ত করেছেন অল্প সময়েই। এই সিরিজ তার অন্যতম পরীক্ষা। তিনি নিজে উৎরে যেতে না পারলে দলও সাফল্য পাবে না। তাই অনেক দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে। পুরনো খেলোয়াড়রা তাকে নিয়ে বিশেষ আশাবাদী।

আব্দুল রাজ্জাক বোলিং ওপেন করার যোগ্যতা রাখেন। তার বোলিং ভঙ্গি নির্ভুল, লাইন-লেন্থ এবং রিভার্স সুইং দিয়ে অনেক কিছু করতে সক্ষম। কেরিয়ারের শুরুতে অনেক সম্ভাবনা জাগালেও তা ধরে রাখতে পারেননি। উইকেট টু উইকেট বল করে যান আর ওয়ানডেতে এখনো বেশ কার্যকরী। জ্বলে উঠতে পারলে তিনি দলের জন্য সম্পদই হবেন এই সিরিজে। এছাড়াও ঘরোয়া ক্রিকেটে চমৎকার খেলে অনেক দিন পর দলে ফিরেছেন অফ স্পিনার আরশাদ খান। তার ওপর অনেক ভরসা করছে দল। গত কিছুদিন নিয়মিত পারফর্ম করছেন পেসার রানা-নাভেদ-উল হক। অবশ্য দলের বোলিংয়ে মূল সমস্যা অনভিজ্ঞতা। প্রতিভা এবং সক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ না থাকলেও দেখার বিষয় হলো মাঠে কতটুকু অনুবাদ করতে পারেন তারা।

পরিসংখ্যান তো বলছে অভিজ্ঞতা, পারফর্মেন্স এবং অন্য সব দিক দিয়েই ভারত শক্তিশালী। গত কিছুদিনে ভারত নিজেদের একটা ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তাছাড়া হোম অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে তারা। অন্যদিকে পাকিস্তান দল হিসেবে অনেক অগোছালো। আর নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে উজাড় করে খেলার মতো এর চেয়ে ভালো উপলক্ষ কি হতে পারে! পাক-ভারত সিরিজ পরিসংখ্যান অচল। মানসিক শক্তিমত্তা খুবই বড় ব্যাপার। আর এই শক্তি যারা মাঠে অনুবাদ করতে পারবে, জয় তাদেরই মুঠোয়। তাই আসুন দেখি কি হয়, সব কাজ ফেলে চোখ রাখি মাঠে।

ভারতকে ইনজামামের হুঁশিয়ারি

পাকিস্তানের অধিনায়ক ইনজামাম-উল হক প্রতিপক্ষ ভারতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আসন্ন সিরিজে তার তরুণ ও অনভিজ্ঞ দলটিকে খাটো করে দেখা ভারতের জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে। তিনি বলেন, 'মাদার অব অল' হিসেবে বিবেচিত এই সিরিজে তার দলের ভালো পারফরমেন্সের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী।

যদিও তার দলে ১৯৮৭ কিংবা ১৯৯৯ সালে ভারত সফররত দলের মতো তারকা খেলোয়াড় নেই তবুও তিনি মনে করেন, বর্তমান দল এবং সে সময়কার ম্যাচজয়ী দলের মধ্যে একটা বিষয়ে দারুণ মিল রয়েছে এবং সেটা হলো ভারতের মাটিতে ভালো করার দৃঢ় প্রত্যয়। 'আমি মনে করি, যদিও আমাদের দলটি তুলনামূলকভাবে বয়স ও অভিজ্ঞতার বিচারে ভারতের চেয়ে অনেক পিছিয়ে এবং যেহেতু দলে ১৯৮৭ এবং ১৯৯৯ সালের দলগুলোর মতো তারকা খেলোয়াড় কিংবা ম্যাচজয়ী খেলোয়াড়ের অভাব রয়েছে, তবুও আসন্ন সিরিজে ভারত আমাদের হালকাভাবে নেবে না।' একটি বিজ্ঞাপনচিত্রে অংশ নেয়ার জন্য ভারতের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে ইনজামাম এ মন্তব্য করেন। বিজ্ঞাপনটিতে অংশ নিচ্ছেন তার প্রতিপক্ষ সৌরভ গাঙ্গুলীও।

তিনি বলেন 'ভারতের মাটিতে ভালো খেলার ব্যাপারে বর্তমান দলের উৎসাহ, দৃঢ় সংকল্প, অঙ্গীকার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ১৯৮৭ ও ১৯৯৯ সালে ভারত সফররত পাকিস্তান দলগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' পাকিস্তান দল ইমরান খানের নেতৃত্বে ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমে ভারত সফরে পাঁচ টেস্টের সিরিজ ১-০ ব্যবধানে জয়ী হয়। ঐ সিরিজে পাকিস্তান ব্যাঙ্গালোর টেস্টে জয়লাভ করে। ১৯৯৯ সালে ওয়াসিম আকরামের পাকিস্তান দল চেন্নাই ও কোলকাতা টেস্টে জয় পায়। আর দিল্লি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অনিল কুম্বলের বিশ্বরেকর্ড গড়া ১০ উইকেট ভারতকে জয় এনে দেয়।

ইনজামাম ভারতের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি টেস্ট খেলেছেন। তিনি বলেন, ভারত সফরে তার দলের কৌশল নির্ধারণ করার আগে তিনি ১৯৮৭ সালের পাকিস্তান দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করবেন। 'আমি ১৯৯৯ সালে ভারত সফররত দলের সদস্য ছিলাম। তাই সেই সফর সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। কিন্তু ১৯৮৭ সালের পাকিস্তান দলের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে আসন্ন সিরিজে আমাদের কৌশল নির্ধারণ করা অনেকটা সহজ হবে।'

গত বছর ইনজামামের দল নিজেদের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ১-২-এ পরাজিত হয়। আর ওয়ান ডে সিরিজে হারে ২-৩ ব্যবধানে। কিন্তু ইনজামাম জোর দিয়ে বলেন, ঐ সিরিজের পর থেকে তার দলের সদস্যরা অনেক পরিণত হয়েছেন। 'ছেলেরা গত এক বছরে প্রায় অর্ধেক ডজন টেস্ট ও অতিরিক্ত ২৫টি একদিনের ম্যাচ খেলেছে যা খেলার মাঠে ভালো পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। আমি জানি ভারতের মতো একটি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে এই পরিসংখ্যান একেবারে নগণ্য। কিন্তু সত্যিকার অর্থেই গত বছরের তুলনায় আমাদের দলটি অনেক বেশি পরিণত।'

তিনি আরো বলেন, 'শেষ তিনটি ওয়ানডে ম্যাচে আমরা জয়ী হয়েছি। যার মধ্যে একটা ছিল কোলকাতার ইডেন গার্ডেনে। এ জয়গুলো মানসিক দিক দিয়ে আমাদের এগিয়ে রাখবে। জয় থেকে অনুপ্রেরণা আর পরাজয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পাকিস্তানের তরুণ দলটি ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে।'

ইনজামাম মনে করেন, তার দল কোনো প্রকার প্রতিশোধের কথা মাথায় রেখে ভারত সফরে যাচ্ছে না। তিনি বলেন, 'সেই পরাজয়টা আমি ভুলিনি। এটা এখনো আমার মনে দাগ কাটে। কিন্তু আমি সেখানে কোনো প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি না। ক্রিকেট শুধুই একটা খেলা আর ভারত ভালো খেলা উপহার দিয়ে যোগ্য দল হিসেবেই জয়লাভ করেছিল।'

'আমরা যদি ভারতের মাটিতে ভালো খেলা উপহার দিতে পারি তবে সেটাই হবে উপযুক্ত প্রতিশোধ। জয়-পরাজয় খেলারই একটা অংশ। দু'টি দল যখন মাঠে খেলতে নামে কেবল একটি দল জয়ী হয়। আর সব কথার শেষ কথা হচ্ছে মনোবল এবং আমি কথা দিচ্ছি আমরা উদ্দীপ্ত মনোবল নিয়ে মাঠে নামব।'

ফজলে রাব্বি রাজীব

সূত্র : দি টাইমস্ অব ইন্ডিয়া